কোস্ট শিক্ষা প্রকল্পের মাসিক বুলেটিন

নতুন দিন

রোহিঙ্গা শরণার্থী শিবির, উখিয়া। মে ২০২২

বর্ষ: ৪র্থ, সংখ্যা: ৪৩

মানবিক সহায়তা ও সাড়া প্রদানের অংশ হিসেবে, ইউনিসেফের আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতায় "শিক্ষা প্রকল্পের" আওতায় কোস্ট ফাউন্ডেশন রোহিঙ্গা শিশুদের প্রাক প্রাথমিক এবং অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রদান করছে। ক্যাম্প-১৪ তে কোস্ট ফাউন্ডেশনের ৮৪ টি লার্নি সেন্টার রয়েছে। যেখানে ৫৩৭৭ জন শিক্ষার্থী আনন্দদায়ক পরিবেশে মানসম্মত শিক্ষা গ্রহণ করছে।

পরিবেশের ভাসাম্য রক্ষায় কোস্ট ফাউন্ডেশনের কর্মীরা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কেন্দ্রের আশেপাশে বৃক্ষ রোপন ও পরিচর্যা করে থাকে। ছবি: পিও, শিক্ষা প্রকল্প।

পরিবেশের বিপর্যয় রোধে বৃক্ষ রোপন ও পরিচর্যা

বিপুল মানুষের পদভারে কম্পিত উখিয়া রোহিঙ্গা ক্যাম্প। যেখানে একসময় সুজলা সুফলা ছিল তা আজ বৃক্ষশুন্য। যেখানে বন্য হাতির আক্রমন থেকে রক্ষা পাওয়ার কৌশল ও বন্য প্রনী রক্ষায় মানুষকে সচেতেন করা হতো সেখানে আজ রোহিঙ্গাদের আবাস।

শিক্ষা কেন্দ্রের আশেপাশে বৃক্ষ রোপন এবং পরিচর্যা। ছবি: জিলানী, পিও।

কোস্ট ফাউন্ডেশন ক্যাম্পের শুরু থেকে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় প্রতি বছর বৃক্ষরোপন কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে কারন মনুষ্যবাসের উপযোগী করতে বনাঞ্চল সৃষ্টি ও বন সম্প্রসারনের প্রযোজনীয়তা কমিউনিটির দূর্যোগ মোকাবিলা কমিটির সুপারিশে উঠে আসছে বার বার। কোস্ট ফাউন্ডেশন পরিচালিত শিক্ষাকেন্দ্রে, ক্যাম্প-১৪, বৃক্ষ রোপনের পর প্রতিটি বৃক্ষের যত্ন ও পরিচর্যা করা হয় গুরুত্ব সহকারে।

শিক্ষা কেন্দ্র ও মক্তবের সময়সূচির সমাধান

ক্যাম্প ১৪, ব্লক: ই-৩, রোহিঙ্গা ইমাম দ্বারা পরিচালিত মক্তবের পাশাপাশি কোস্ট ফাউন্ডেশন ৪ টি শিক্ষাকেন্দ্র পরিচালনা করে। রোহিঙ্গাদের ঐতিহ্য অনুযায়ী মক্তবে পড়ালেখা করা প্রতিটি রোহিঙ্গা শিশুর জন্য বাধ্যতামূলক। বিভিন্ন সময়ে মক্তবের সময়সূচি নিয়ে ইমামদের সাথে আলোচনায় বসতে হয়েছে কিংবা ক্যাম্প ইনচার্জের সহযোগীতার প্রয়োজন হয়েছে। গত এপ্রিল ৩ তারিখে একটি মক্তবের ইমাম শিক্ষার্থীদের সকাল ১০ ঘটিকা পর্যন্ত মক্তবে পড়ালেখার জন্য বলেন। উল্লেখ্য শিক্ষা কেন্দ্রের পাঠ শুরু হয় সকাল ৯ টায়। শিক্ষার্থী ও অবিভাবকগন বিষয়টি শিক্ষাকেন্দ্রের শিক্ষকের কাছে উপস্থাপন করেন এবং বিষয়টি সমাধানের জন্য সহয়াতা চান।

মক্তবের ইমামের সাথে কথা বলছেন কোস্ট ফাউন্ডেশনের কর্মী মিজানুর রহমান। ছবি: জাহঙ্গীর, শিক্ষক।

শিক্ষা কেন্দ্রের কর্মীগন মক্তবের ইমামের সাথে দেখা করেন এবং বিষয়টি কিভাবে শিক্ষাকেন্দ্রের সময়ের সাথে সাংঘর্ষিক তা উপস্থাপন করেন। ইমাম হফেজ মোঃ আজিজুল্লাহ বিষয়টি বিবেচনা বশত সময়সূচি পুনঃনির্ধানের অঙ্গীকার করেন এবং বলেন রমজান মাসে শিক্ষার্থীদের বেশি পড়ানোর ইচ্ছা থেকে এমন নির্দেশনা দিয়েছি।

মাসহারফঃ মূলধারার সাথে মিশে যাওয়া এক বাক-প্রতিবন্ধী

মাসহারফ ১২ একজন শ্রবন প্রতিবন্ধি শিশু। ২০১৯ সালের মে মাসের ১৯ তারিখে সে কোস্ট ফাউন্ডেশনের অলিভ লার্নিং সেন্টারে, ব্লক-ডি-৩, ক্যাম্প-১৪, লেভেল ১ এ ভর্তি হয়। তার বাবা মোঃ রশিদ ও মা ফতেমার আত্ব সংশয় থেকে তাকে শিক্ষা কেন্দ্রে ভর্তি করাতে চাইনি।

বোর্ডে অংকের সমাধান করেছেন মাসহারফ। ছবি: সাবেকুনাহার, শিক্ষক।

২০২০ সালে এসেসমেন্টের মাধ্যমে সে লেভেল-২ তে কৃতকার্য হয়। তার শিক্ষক সাবেকুন নাহার বলেন- সে একজন নিয়মিত শিক্ষার্থী। যদিও সে কথা বলতে পারে না কিন্তু সে ক্লাশের সববিষয়ে পারদর্শী ও সুন্দর অংকন করতে পারে; তার হাতের লেখা পরিস্কার ও দৃষ্টিনন্দন।

অবিভাবকগন শিশু অধিকার সম্পর্কে সচেতন হলে রোহিঙ্গা কমিউনিটির প্রতিটি শিশুর শিক্ষা নিশ্চিত হবে

কোস্ট ফাউন্ডেশন রোহিঙ্গা শরণার্থী শিবিরে শুরু থেকে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। প্রথম থেকেই প্রতিটি শিশুর শিক্ষা নিশ্চিত

খায়রুল আমিন ফেরি করে জিনিষ বিক্রি করছে। ছবি: সুরাইয়া, পিও। ক্যাম্প-১৪।

করার জন্য ঘরে ঘরে শিশুদের তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করে। আগ্রহী শিশুদের শিক্ষাকেন্দ্রের সাথে যুক্ত করার পাশাপাশি যে সমস্ত শিশুরা শিক্ষা কেন্দ্রে যুক্ত হতে চায় না কিংবা পরিবার থেকে তাদের যথাযথ সহযোগীতা করে না তাদের জন্য ভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে এবং তাদের অবিভাবকদের শিশু অধিকার সম্পর্কে সচেতেন করে।

কোস্ট ফাউন্ডেশন সাধারনত জাতিসংঘের শিশু অধিকার সনদ অনুযায়ী শিশুদের নাগরিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, স্বাস্থ্য এবং সাংস্কৃতিক অধিকারগুলো সম্পর্কে রোহিঙ্গা কমিউনিটিকে সচেতন করার পাশাপাশি শিশুদের সামাজিক, স্বাস্থ্য এবং সাংস্কৃতিক অধিক-রগুলো আপাত দৃষ্টিতে কিভাবে নিশ্চিত হচ্ছে সে সম্পর্কে অবগত করে। শুধুমাত্র এই অধিকারগুলো নিশ্চিত হলে যে শিশুরা অদূর ভবিষ্যতে নাগরিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার আদায়ে ভুমিকা রাখতে পারবে তা রোহিঙ্গা কমিউনিটিকে বুঝাতে সক্ষম হয়।

খায়রুল আমিন, লেভেল-২, সোফিয়া শিক্ষা কেন্দ্র। প্রথমে সে ঘরে ঘরে ফেরি করে বিভিন জিনিষ বিক্রি করতো। তার বিষয়টি কোস্ট ফাউনেডশনের কর্মীদের নজরে আসার পর তার পিতা হামিদ হোসেন এবং মাতা রাশিদা বেগমের সাথে তারা দেখা করে এবং শিশু অধিকার সম্পর্কে তাদের অবহিত করার পাশাপাশি শিশুদের অধিকার নিশ্চিত হলে কিভাবে সে ভবিষ্যতে জাতি গঠনে অবদান রাখতে পারে সে বিষয়ে অবগত করেন।

খায়রুল এখন কোস্ট ফাউন্ডেশন পরিচালিত সোফিয়া শিক্ষাকেন্দ্রে ভর্তি হয়ে এখন লেভেল-২ এর একজন নিয়মিত শিক্ষার্থী। লেভেল-২ এর শ্রেনী ভিত্তিক বিষয়গুলো সম্পর্কে খায়রুল পারদর্শী এবং শিক্ষক তাকে

খায়রুল আমিন এখন নিয়মিত শিক্ষার্থীদের একজন। ছবি: কবির, শিক্ষক, সোফিয়া শিক্ষা কেন্দ্র।

কেন্দ্রের মেধাবী শিক্ষার্থীদের সাথে তাকে তুলনা করে বলেন - খায়রুল লেভেল-২ এর মেধাবীদের মধ্যে একজন, শিক্ষকের গাইড লাইনগুলো সহজে রপ্ত করে এবং বাড়ীর কাজগুলো ও সে নিয়মিত করে। খায়রুল পড়ালেখার সুযোগ পেয়ে খুশি। সে তার মাতৃভুমিতে ফিরে যাওয়ার ব্যাপারে আশাবাদী এবং অধিকার সম্পর্কেও সচেতন।

ক্যাম্প পর্যায়ে ৫ জন বার্মিজ শিক্ষক ও ৭ জন নৈশ প্রহরী নিয়োগ

কোস্ট ফাউন্ডেশন পরিচালিত শিক্ষা কেন্দ্রগুলোর শুন্য পদের বিপরীতে ৫ জন ভাষা শিক্ষক ও ৭ জন প্রহরী নিয়োগের কাজ সম্পন্ন করেছে। নিয়ম মেনে নিয়োগের পূর্বে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে আগ্রহীদের আবেদন করতে আহবান করা হয়।

নিয়োগের নিয়ম মেনে পরীক্ষার মাধ্যমে যোগ্যপ্রতিনিধি নির্বাচন করা হয়। ছবি: আজহার, টিও।

কোস্ট ফাউন্ডেশন রোহিঙ্গা শিশুদের শিক্ষা কার্যক্রম নিরবিছন্ন ভাবে পরিচালনার জন্য নিরলস প্রচেষ্টা অব্যহত রেখেছে। রোহিঙ্গা শিশুদের নিজস্ব ভাষা এবং সংস্কৃতির সাথে পরিচয় করতে রোহিঙ্গা শিক্ষকের ভুমিকা অপরিসীম পাশপাশি ক্যাম্পে শিক্ষাকেন্দ্রগুলোর সুরক্ষা নিশ্চিতকরণে রোহিঙ্গা নিরাপত্তাকমী বা প্রহরী গুরুত্বপূর্ন ভুমিকা পালন করে।

চূড়ান্ত নিবৃাচনের আগে ক্যাম্প ইনচার্জ সু-প্রভাত চাকমা প্রক্রিয়াগুলো পুনরায় পর্যবেক্ষন করছেন। ছবি: সুরাইয়া, পিও।

নিয়োগ সংক্রান্ত যাবতীয় কাজের ব্যাপারে ক্যাম্প ইনচার্জ ওয়াকিবহাল এবং বিশেষ ক্ষেত্রে তিনি নিজে উপস্থিত থেকে এই নিয়োগের কাজ পর্যবেক্ষন করেছেন।